প্রথম আলো

২৩/৯/২০০৩

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলন

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে পুনর্বহাল করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা এবং অধ্যাপক মোঃ শাদাত উল্লাকে উপাচার্য পদে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। শিক্ষকবৃন্দ গত সোমবার ক্যাম্পাসে ছাত্রদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানান।

গত মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। সংবাদ সমম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ১৫ জুলাইয়ের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা ১ (২) আলোকে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালুর জন্য কমপক্ষে ৫টি পত্র শিক্ষা সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি না করে গত সোমবার উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ শাদাত উল্লার নিয়োগ বাতিল করে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, একজন নির্বাচিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নিয়োগের দেড় মাসের মাথায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কোনোক্রমেই একজন ভিসিকে অপসারণ করার অধিকার রাখেন না। সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ সকল বিধিবহির্ভূত কার্যক্রম এবং প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা বলেন, গত সোমবার উপাচার্যের অপসারণের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের নিবৃত্ত করতে গেলে শিক্ষকরাও পুলিশের হাতে নিগৃহীত হন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহিদুর রশীদ ভুঁইয়া। এ ছাড়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোঃ হজরত আলী, ড. নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দাবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যৌথ শান্তি মিছিল বের করে —ভোরের কাগজ

৫ বছরে যা একদিনও বন্ধ থাকেনি তা বন্ধের চক্রান্ত রুখতে হবে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নধর্মী শান্তি মিছিল ও সমাবেশ

বাকৃবি প্রতিনিধি : শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গতকাল বুধবার ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্নধর্মী এক শান্তি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশ শেষে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে এক শান্তি মিছিল বের করা হয়। শান্তি মিছিলে 'বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখতে চাই' 'সেশনজট মুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই', 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবৈধ হস্তক্ষেপ মানি না মানবো না' লিখা প্ল্যাকার্ড বহন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ধরনের মিছিল ক্যাম্পাসের সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন নীল দলের সভাপতি প্রফেসর আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. রফিকুল হক, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর আহাম্মদ উল্লাহ সরকার, শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সাইদুল হক চৌধুরী, নীলদলের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. মোঃ আহসান বিন হাবিব, সাবেক প্রোক্টর প্রফেসর ড. আব্দুল আউয়াল, প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, অফিসার পরিষদের সভাপতি আব্দুল মান্নান, ছাত্রলীগের সভাপতি বিশ্বনাথ সরকার বিটু, সাধারণ সম্পাদক তারিক আনাম, ডেপুটি রেজিষ্টার শহিদ দাদ খান ও আব্দুল খালেক, বাকসুর সাবেক জিএস আরীফ জাহাঙ্গীর, কর্মচারী সমিতির সভাপতি আব্দুল বারী, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহাব, সাইদুল ইসলাম খান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এই ক্যাম্পাস গত ৫ বছরে একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি, নষ্ট হয়নি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সেখানে একটি রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবৈধ হস্তক্ষেপে ক্যাম্পাসে অচল অবস্থা সৃষ্টির যে কোনো পাঁয়তারা সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। বক্তারা সম্প্রতি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অপসারণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।